অনুপ্রাণন প্রকাশনের সকল বই ঘরে বসে পেতে অনলাইন বুক স্টোর www.anupranon.com ভিজিট করুন
অথবা ফোনে অর্ডার করতে ডায়াল করুন: ০১৭৬৬-৬৮৪৪৩৬, বিকাশ: ০১৭১১-৫৯২৮৯১ (পারসোনাল)

অনেকগুলো মানুষ। ইলিয়াস ফারুকী

© : লেখক

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০২০

প্রচ্ছদ : আল-নোমান

প্রকাশক : অনুপ্রাণন প্রকাশন
সৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত
বি-৬৩-৬৪ কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স
কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫
+৮৮ ০১৭৬৬-৬৮৪৪৩৬
anupranan.prokashon@gmail.com
web: www.anupranon.com

মুদ্রণ : আলিফ প্রিন্টিং প্রেস

মূল্য : ১৬০ টাকা

ISBN : 978-984-94689-4-3
Onekgulu Manush by Elias Faruqui
Publication of Anupranan Prokashon
First Published November-2020
Price Tk 160.00 $ 8.00

উ ৎ স র্গ

‘মা’কে, যিনি এখনো আমাকে নিজ আঁচলের
ছায়ায় লালন করেন।

গল্পক্রম

বাল্মিকীর বাস্তবতা ০৯
বিষাক্ত মধ্যরাত ১৪
বোধের আত্মহনন ১৯
দুঃসময়ের সাথী ২৪
জহরব্রত ২৮
জ্বলন্ত জলোচ্ছ্বাস ৩২
জীবন এক পাতানো বাঁশি ৩৬
কিংকর্তব্যবিমূঢ় ৩৯
নিঃশর্ত মুক্তিনামা ৪৩
অনন্ত কষ্টের মাঝে ৪৮
শেষ কফিন ৫৩
উত্তরজীবী ৫৮

বাল্মিকীর বাস্তবতা

সময়টা তখন ডাকাতিয়ার ভরা যৌবন। স্রোতের ধারা বইতো এমনি যেন হাওয়ায় উড়ন্ত এলোমেলো চুল। পদ্মা, মেঘনা এবং ডাকাতিয়ার মিলনস্থল যেন যৌবনের ছলছলে বিকেল। চাঁদপুর বড় স্টেশনের শেষপ্রান্ত। বর্তমানে মোল হেড নামে পরিচিত। সে সময় নামছিল 'ঠোডা' ওর পাশেই যমুনা। না এ যমুনা নদী না। একটি তেল কোম্পানির ডিপো। স্রোতের ভাঙন থেকে পাড় রক্ষার জন্য পাড়ঘেঁষে পাথরের স্পার ফেলে রাখা হয়েছে। এ স্পার চাঁদপুরের শহর রক্ষার দেয়াল হিসেবে চিহ্নিত। বিকেল হলেই এর ওপর বসে যায় কপোত কপোতির হাট।

একদিন বর্ণময় বিকেল। সারাদিনের কোলাহল ক্লান্তিতে শ্রান্ত হওয়া সোনা শান্ত এক বিকেল। স্পারগুলোর ওপর বসলো একজোড়া নতুন বাবুই। ওরা স্বপ্নের বাগানে ভেসে বেড়ানো বাবুই জোড়া। রুক্সীনি এবং বাল্মিক। চোখে ভবিষ্যতের স্বপ্ন। টিপ টিপ করা বুকের জমিনে দু'জনের কথা বিনিময় হলো। একজন অপর জনকে অনন্তকালের সঙ্গ দেয়ার কথা বিনিময় করলো। ওদের এ অভিযানে বিকেলের ঝিলিক মারা সোনালি রোদ হেসে উঠলো নদীর জলে ভেসে। রুপালি জল, সোনালি রোদ আর গাঙচিল সাক্ষী হলো ওদের। গাঙচিলের চিঁহি চিঁহি আনন্দে ওরা খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো। বিকেল ধীরে ধীরে তলিয়ে গেল পদ্মার গভীর জলে। সন্ধ্যা এসেই ওদের ঢেকে দিলো আবছা চাদরে। যেনবা ওদের প্রেমকে সামলে রাখার দায়িত্ব নিয়েছে সন্ধ্যার আবিরতা।

নিজেদের প্রেম নিয়ে রাজহাঁসের মতো গ্রীবা উঁচু করা অহঙ্কার ওদের। প্রতিদিন অদ্ভুত খেলায় মেতে ওঠে ওরা। আপন মনে নদীর সৈকতের বালিতে আঁকে স্মৃতিসৌধ। একসময় নদীর জোয়ারে বালিতে গড়া স্মৃতিসৌধ মুছে গেলেও ওদের হৃদয় যেন পেটানো লোহার পাত। মুহূর্তেও থমকে যায় না। আগুনে লাল হয়, মোড়ানো যায় কিন্তু ভেঙে ফেলা অসম্ভব।

রুক্সীনির জীবন ছিল ফসলবিহীন পতিত জমির মতন। পাঁচ বোন ও দুই ভাইয়ের মধ্যে সে ছিল পঞ্চম। অনেক ছোট থাকতেই বাবা তাদের ছেড়ে শূন্যে বিলীন হয়ে যান। বড় ভাই ও বোনের আশ্রয়ে সে মানুষ।

রুক্সীনির বাবার ক্যানসারে অসহায় মৃত্যুই তাকে ডাক্তার হবার প্রেরণা জোগায়। নিজের জেলা শহর থেকে অনেক দূরে অন্য এক জেলা শহরে বোনের কাছে মানুষ হতে থাকে। কলেজ শিক্ষক বোনের সুবাদে সেই জেলা শহরের একই কলেজের ছাত্রী সে।

নগরে যখন ভালোবাসার প্রচণ্ড খরা, এমনি এক মুহূর্তে বাল্মিকের সাথে তার পরিচয়। স্বাভাবিক যৌবনের বন্ধুদের প্রগলভ উসকানিতে এক রুক্ষ তপ্ত দুপুরে রুক্সীনিকে প্রেম নিবেদন করে বাল্মিক। চারদিকে প্রকৃতি যখন রুক্ষতা ছড়াচ্ছে। চৈত্র তার শক্তিমত্তা পরীক্ষায় ব্যস্ত। একজন মানবের মুখ থেকে বের হয় ভালোবাসার কথা। গ্রীষ্মের অসময় যেন হেমন্তের কথা। 'হ্যাঁ' এবং 'না'-এর মৃদু ঝগড়া হয়ে যায় প্রকৃতির এককোণে। আপসের ঝগড়া কী আর ঝগড়া থাকে। সে ঝগড়া বিটোফোনের সুর হয়ে বাজতে থাকে দুই হৃদয়ে।

ওদের শুরু আর হৃদয়ের সারা। দু'জনেরই সময় যেন আনন্দে আত্মহারা। ওরা হেমন্তের নাতিশীতোষ্ণ বিকেলের নীল আকাশের মাঝে শুভ্র মেঘের কোলে শূন্যে উড়ে বেড়ায়। ওদের বিয়তে তখন হেমন্তের প্রশান্তির ছায়া। ওরা কিছুই শোনে না, কিছুই বোঝে না। অথচ ওরা জানেই না অলক্ষে প্রচণ্ড অট্টহাসি ভেসে বেড়ায়।

যুগলের সবকিছুর সাক্ষী হয়ে থাকে নদীর পাড়ের স্পার বাঁধানো পাথর। আর বাল্মিকের অত্যধিক প্রিয় হান্টি। হান্টি মানে বাল্মিকের পোষা সারমেয়। তাকে ও কুকুর বলতে মোটেও রাজি না। রুক্সীনি ও বাল্মিকের একান্ত সময়ও নিরুপদ্রব রাখে হান্টি। ওদের একান্ত সান্নিধ্যের সময় ওদের দু'জনের চারপাশে একটি বৃত্ত রচনা করে ঘুরতে থাকে সে। ও যতোটুকু এলাকা ঘিরে ওর বৃত্ত রচনা করে মানে ওই বৃত্তের সীমানায় অন্য কারো প্রবেশ নিষেধ। ছোট শহরে সবাই তাকে চিনে এবং ভালোভাবেই জানে তার চরিত্রের দিকগুলো। তাই হান্টির উপস্থিতির কারণে কেউ তাকে বিরক্ত করার সাহস পায় না। হান্টির নিরাপত্তার ঘেরাটোপে ওদের অনন্ত আবহ চলতে থাকে নিশ্চিন্তে।

সবকিছুই ভালো চলছিল। ওরা এগিয়ে যাচ্ছিল মসৃণ গতিতে। কিন্তু সবকিছুরই একটা গতি থাকে। রুক্সীনির উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল প্রকাশ হয়। বোনের কাছে থেকেই সে তার স্বপ্ন পূরণের জন্য আবেদন করে চিকিৎসাবিজ্ঞানে পড়বে এবং ফলাফল তার পক্ষে যায়। এবার বোনের কাছ থেকে ঢাকায় ভাইয়ের বাসায় বদলির সময়।

বোন আর ভাইয়ের বাসায় প্রতিস্থাপিত হতে হতে পণ্য থেকে ধন্য হয়ে যায় রুক্সীনি। কারণ আর কিছুই না, সে এখন একজন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রী। কয়েক বছর পর সে চিকিৎসক হয়ে যাবে। স্বপ্ন তাকে মুকুটহীন রাখেনি। সে এখন নিজের ওজন মাপতে ব্যস্ত। নিজের সাথে বাল্মিকের ওজনের তুলনায় ব্যস্ত। তার এ ধরনের মনোভাব শুরু হয়েছিল ভর্তির পর পর। তার ভেতরে এখন একটাই জিজ্ঞাসা, একজন

সাধারণ গ্র্যাজুয়েটের সাথে ভবিষ্যৎ চিকিৎসকের ঘরবাঁধা হয় কী করে।

ওদিকে বাল্মিক উদাস। রুক্সীনির বিদায় বেলা তার ব্যবহার ওকে ভাবাচ্ছে। রুক্সীনির পরিবর্তন এখন তাকে অশ্রুতে ভেজাচ্ছে। সিদ্ধান্ত নিলো বাল্মিক। দেখা করবে রুক্সীনির সাথে। বাল্মিকের বেসামাল অবস্থা দেখে বন্ধুরাও এগিয়ে এলো।

বন্ধুদের একজনকে সাথে নিয়ে বাল্মিক হাজির হলো চট্টগ্রাম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়। দেখা হলো রুক্সীনির সাথে। রুক্সীনিও সাড়া দিলো। কিন্তু সে সাড়ায় প্রাণ নেই। আছে লৌকিকতা। যেন বাড়িতে মেহমান এসেছে বেড়াতে, সমাদর না করলেই না।

রুক্সীনির বাসি ব্যবহারে হোঁচট খেলো বাল্মিক। ওরা জিইসির মোড়ে নামীদামি একটা হোটেলে বসলো। সামনা-সামনি দু'জন। কথা বলতে বলতে হঠাৎ রুক্সীনির হাত ধরে নিজের মাথায় ঠেকালো বাল্মিক। কাতর স্বরে বললো, বোঝার চেষ্টা করো রুক্সী।

–দেখো চাঁদপুরে যা হয়েছে, ওটা ছিল আমার আবেগ। বাস্তবতা অনেক কঠিন। তুমি বাস্তবে আসো। আমাদের এ সম্পর্ক সমাজে অচল। তুমি একজন সাধারণ গ্র্যাজুয়েট আর আমি কয়েক বছরের মধ্যেই ডাক্তার হবো। আমার বন্ধুরা যখন ডাক্তার কাপল হবে। আমি কী করে নন-মেডিকেল কাপল হতে পারি। তাছাড়া আমার পরিবার, ওরা কিছুতেই মেনে নেবে না।

–তাহলে চাঁদপুরে যা হলো সব কী মিথ্যা।

–না কিছুই মিথ্যা না। তোমাকে তো বলেছি ওটা ছিল আমার কিশোরী মনের চপলতা। এখন আমি বাস্তবতা বুঝি। তোমাকেও বাস্তবতা বোঝার অনুরোধ করছি।

কথাগুলো বলেই বাল্মিকের হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিলো। বান্ধবীকে বললো, মন্‌জু চল ওঠ। বাল্মিকের বন্ধুকে উদ্দেশ করে বললো, কামাল ভাই আপনার বন্ধুকে বোঝান, যা সম্ভব না তা কখনোই সম্ভব না। শুধু শুধু পাগলামি করলে হবে না।

–খাবার অর্ডার হয়েছে, খেয়ে যাও।

–আমার সময় নাই। তোমরা খাও। বলেই বান্ধবীর হাত ধরে হনহন করে বেরিয়ে গেল ওরা। বোবাদৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকা ছাড়া বাল্মিক ছিল অসহায়।

বাল্মিক ফিরে এলো নিজ শহরে। অস্থির বাল্মিক নিজের অস্তিতের খরা থেকে বিস্মৃত হলো। ভেতরের প্রেম তার আস্থায় ক্ষরণ ঘটালো। ধীরে ধীরে মিইয়ে যেতে থাকলো উজ্জ্বল উচ্ছল যুবক। তার রুক্ষ ব্যবহার বন্ধুদেরকে তাড়াতে শুরু করলো। এখন তার বন্ধু বলতেও কেউ নেই। শুধু তার সার্বক্ষণিক বন্ধু হান্টি ব্যতীত। বাড়িতে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গিতে লাফালাফি করে বাল্মিকের মন রাঙাতে চেষ্টা করে। হান্টি খুব বেশি উচ্ছলতা দেখালে বাল্মিক বিব্রত হাসিতে ওকে ভোলাতে চেষ্টা করে।